International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 62-68
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.196

লিঙ্গ সাম্য অর্জনে ভারতের অগ্রগতি: জেন্ডার বাজেট স্কিম- মিশন শক্তি

অনুরাধা ঘোষ
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার-I, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the contemporary liberal state system, one of the key measures adopted by the state to foster women's economic empowerment is gender budgeting. The objective of gender budgeting is to incorporate specific strategies within the state's central budget – the estimated financial plan formulated for a specific period – in order to uphold economic equity between men and women. Although, within the framework of a liberal state, the government is not strictly obligated to provide economic assistance to its citizens, the state nonetheless formulates appropriate plans for economic development – commensurate with its own capabilities – in accordance with the 'Directive Principles of State Policy' outlined in Chapter IV of the Indian Constitution; a process through which the government's own legitimacy is progressively enhanced. To what extent does gender budgeting play a role in rendering the government's economic planning – specifically its budget – more participatory and transparent? How much emphasis is currently being placed on gender equality in the formulation of the central budget in India? This subject is briefly discussed herein.

Keywords: Gender Budgeting, Women Empowerment, Equality, Budget, Gender Inclusion.

বর্তমান উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অন্যতম এক পদক্ষেপ হলো জেন্ডার বাজেট। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের যে আনুমানিক অর্থ পরিকল্পনা গৃহীত হয়; সেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ কৌশল গ্রহণ করায় হলো জেন্ডার বাজেটের উদ্দেশ্য। যদিও উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে সরকার জনগণের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানে বাধ্য নয় তবুও ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায় বর্ণিত 'রাষ্ট্র পরিচালনা নির্দেশমূলক নীতি' মোতাবেক নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে সরকারেরও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তথা বাজেটকে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ করে তোলার জন্য জেন্ডার বাজেটের ভূমিকা কতখানি? ভারতে কেন্দ্রীয় বাজেট গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার দিকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? এই বিষয়ে বিশ্লেষণভিত্তিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিটি অর্থ-বর্ষের সূচনা পূর্বে আগামী বছরের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী যে অর্থ-পরিকল্পনা ও ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ করে; তাই হলো বাজেট। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় কালের মধ্যে সরকার তার প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্জিত সম্পদ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের মাধ্যমে জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় করার পূর্ব পরিকল্পনা সুনিশ্চিত করে বাজেট নির্ধারণের মাধ্যমে। উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে

রাষ্ট্রপতির অনুমতি ক্রমে অর্থ মন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত বাজেট অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়। সেখানে আলোচনা, বিতর্ক ও ভোটাভুটির পর বাজেট পাশ হয়ে রাজ্যসভা কর্তৃকও একইভাবে অনুমোদিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যেহেতু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ দিনের জনকল্যাণকর ভাবনা; তাই অনুমান করা যেতে পারে যে বাজেট থেকে সমাজের সকল শ্রেণী-জাতি- স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে উপকৃত হবে। বাজেট গৃহীত হবার পর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পরিকাঠামো, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, পরিবহন, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি খাতে অর্থ বরাদ্দ-করণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন শুরু হয় আগামী অর্থ বর্ষে। ভারতে অর্থ বর্ষের মেয়াদ 1st এপ্রিল থেকে 31th মার্চ, এবং আইন বিভাগে বাজেট উত্থাপিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতে শুধুমাত্র যে কেন্দ্রীয় স্তরেই বাজেট গৃহীত হয় তা নয়; আঞ্চলিক সরকার গুলিও নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক বাজেট গ্রহণ করে। এই বাজেট ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলা ক্ষমতায়নের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 15 তম অর্থ কমিশন (2021-2022 অর্থ বর্ষ থেকে 2025-2026 অর্থ বর্ষ) কর্তৃক 'মিশন শক্তি' গ্রহণ করে, যার দ্বারা নারী ক্ষমতায়ন, মহিলা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল প্রকল্প গুলিকে এক ছাতার তলায় আনার প্রয়াস দেখা যায়। যার মাধ্যমে লিঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়গুলির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনার পদক্ষেপের অগ্রগতি সাধিত হয়।

জেন্ডার বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

আবহমান কাল ধরে চলে আসা লিঙ্গ-বৈষম্য ব্যবস্থা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত এক অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হলো বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কে গুরুত্ব প্রদান করা। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মহিলারা সাংবিধানিকভাবে আইনগত, পৌর, ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার অর্জন করলেও প্রতিযোগিতামূলক উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমশ প্রকট রূপ ধারণ করে চলেছে। জেন্ডার বাজেটের মাধ্যমেই মূলত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সুফল পুরুষদের পাশাপাশি সকল মহিলাদের মধ্যেও সমান ভাবে বন্টন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। জেন্ডার বাজেট কোন পৃথক বাজেট নয় বরং কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্য দিয়েই লিঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করে ও সেই মোতাবেক পরিষেবা প্রদানে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

জেন্ডার বাজেট রূপায়নে যে বিষয়গুলি একান্ত কাম্য: ১) রাষ্ট্রের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণীগত ও সামাজিক অবস্থান ও পরিস্থিতি যাচাই করা। ২) লিঙ্গ সমস্যা নির্ধারণ করে চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা করা। ৩) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন; তা সুনিশ্চিত করা। ৪) প্রকল্প রূপায়নের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ। ৫) সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন এবং পূর্বের সময় থেকে প্রকল্প রূপায়ণের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন কতটা সুনিশ্চিত হয়েছে তার মূল্যায়ন করা।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ-স্থিতি বজায় রাখার জন্য জেন্ডার বাজেটিং প্রক্রিয়া সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের পশ্চাৎপদ শ্রেণী থেকে মূল শ্রেণীর সম পর্যায় ভুক্ত করে তোলে। 1984 সালে অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম জেন্ডার বাজেটিং গ্রহণের উদ্যোগ শুরু হয়। পরবর্তীতে 1995 সালে UNO এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় সরকার গুলিকে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় লিঙ্গ সাম্য বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুপারিশ জানানো হয়। এই সময় থেকে জেন্ডার বাজেটিং বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং 2004 সাল নাগাদ UNO এর সদস্য ভুক্ত প্রায় 179 টি রাষ্ট্র লিঙ্গ বৈষম্য জনিত সমস্যা মোকাবিলায় অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়। পরবর্তীতে, 2005-06 অর্থবর্ষে ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রথম জেন্ডার বাজেটের অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে।

জেন্ডার বাজেটিং ব্যবস্থা শুধুমাত্র যে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করবে তাই নয়; বরং এর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সূচিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন জি-টোয়েন্টি গ্রুপ, Organization for Economic Cooperation and Development ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান লিঙ্গ সাম্য কেন্দ্রিক বাজেট ব্যবস্থার প্রবর্তনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

ভারতে জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন:

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, বর্তমান স্বাধীন ভারতে মহিলারা সাংবিধানিকভাবে সমানাধিকার অর্জন করলেও তা বাস্তবায়নের পথে আজও নানা প্রতিবন্ধকতা বর্তমান লক্ষ্যণীয়, এবং আরো দেখা যায় গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল গুলির মধ্যে মহিলাদের সার্বিক প্রগতির মাত্রার তীব্র ফারাক। তাই স্থিতিশীল উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সার্বিক প্রগতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে UNO এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের নিরপেক্ষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সক্রিয় করে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় রাষ্ট্রীয় স্তরে। ভারতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত নারীকেন্দ্রিক বিশেষ অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

ভারতে জেন্ডার বাজেটিং-বিবর্তন:

সপ্তম পরিকল্পনা (1985-1990): সামাজিক ন্যায় নীতিটি কে সামনে রেখে 27 টি মহিলাকেন্দ্রিক স্কিম সুনিশ্চিত করা হয়।

অষ্টম পরিকল্পনা (1992-1997): সাধারণ উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবর্তে নারী-নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

নবম পরিকল্পনা (1997-2002): মহিলা উপাদান পরিকল্পনা (WCP) অনুযায়ী মোট তহবিলের 30% মহিলাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হয়।

দশম পরিকল্পনা (2002-2007): WCP এবং জেন্ডার বাজেটিং এর ধারণা দুটিকে একসূত্রে বাঁধার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

একাদশ পরিকল্পনা (2007-2012): বিভিন্ন পলিসি ও নীতি গুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরনের উপর জোর দেওয়া হয়।

দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-2014): জেন্ডার বাজেটের প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করা এবং সমস্ত মন্ত্রক, বিভাগ এবং সকল রাজ্যে প্রসারিত করার জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

জেন্ডার বাজেট গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি রাজ্যগুলির অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। 2004-2005 বর্ষে ওড়িশা তে প্রথম জেন্ডার বাজেট গৃহীত হয়। এরপর ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি প্রায় সকল রাজ্যেই গৃহীত হয়। লিঙ্গ বাজেট বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় স্তরে 2007 সালে 'Gender Budget Cell' স্থাপন করার মধ্য দিয়ে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। যে যে মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উদ্যোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল: অর্থ মন্ত্রক, মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয়, CAG, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, নগর কল্যাণ ইত্যাদি বিভাগীয় মন্ত্রক। এছাড়াও পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটি, পুর সমাজ, অর্থনীতিবিদগণ, পরিসংখ্যান গবেষক, বিভিন্ন এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি। যদিও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ সত্বেও 2005-2006 থেকে 2015-2016 অর্থ বর্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয়

বাজেটের মোট অংশের 6% এর বেশি জেন্ডার বাজেটের জন্য বরাদ্দ হয়নি, এছাড়াও প্রত্যাশা ও চাহিদার মধ্যে প্রকট বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মিশন শক্তি স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য:

জেন্ডার বাজেট শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তহবিল নির্ধারণ করে না বরং তাদের জীবনে একটি ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে এবং লিঙ্গ ব্যবধান পূরণ করতে উদ্যোগী হয়। সেই লক্ষ্যে 2020-2021 অর্থ বর্ষে নারী ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে 'মিশন শক্তি' প্রকল্প গৃহীত হয় 2025-2026 পর্যন্ত আগামী পাঁচ অর্থ বর্ষের মেয়াদে। এই স্কিমটির দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে যথা: 'সম্বল' ও 'সামর্থ্য'। নারী নিরাপত্তার জন্য পূর্বে গৃহীত কর্মসূচিগুলিকে 'সম্বলে'র আওতায় আনা হয়েছে, যেমন: বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, নারী আদালত, নারী হেল্পলাইন ইত্যাদি। অপরদিকে 'সামর্থ্য' এর আওতায় আনা হয়েছে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে, যেমন: উজ্জ্বলা যোজনা, শক্তি সদন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, ICDS, স্বধার গেহ, মানব পাচার বিরোধী সক্রিয় ইউনিট গঠন, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও ন্যাশনাল ক্রেশ স্কিম ইত্যাদি। 'সম্বল' স্কিমের ক্ষেত্রে 100 শতাংশ অর্থ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে এবং 'সামর্থ্য' স্কিম গুলির ক্ষেত্রে সকল ব্যয় ভার 60:40 অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলি বহন করবে, যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং দিল্লি ও পন্ডিচেরি ছাড়া সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাতের মাত্রা হবে 90:10। মিশন শক্তি স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজের সকল মহিলাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বেশকিছু ইতিবাচক দীর্ঘমেয়াদি ও অল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন:

i) যে সমস্ত মহিলারা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার হয়েছেন তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে। তাদের কে সহিংসতার কবল থেকে উদ্ধার করে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার সাহায্য প্রদান, যথাযোগ্য মানসম্পন্ন পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করা হবে। তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

ii) মহিলাদের জন্য যে সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলি যাতে তারা যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে পরিষেবার আরো উন্নতি সাধন করা হবে।

iii) গার্হস্থ সহিংসতা, যৌতুক, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, সামাজিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি যে সামাজিক কুফল গুলি রয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি জনগণের মধ্যেও আইনী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

iv) সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের দায়িত্বে যারা আছে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

v) নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল স্কিমগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় স্তর থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সকল অংশীদারীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে।

vi) মহিলা ও নারীদের প্রতি ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তন সাধনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

vii) নবজাতিকা কন্যা সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ যত্নবান হবে। তাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি সাধ্যমত অর্থনৈতিক সাহায্য করা হবে।

মিশন শক্তি ও জেন্ডার বাজেটিং:

রাষ্ট্র কর্তৃক উন্নয়ন মূলক নীতিমালা গ্রহণ, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে লিঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়গুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বাজেটিং একটি হাতিয়ার রূপে গৃহীত হয়েছে। যার প্রধান লক্ষ্য নারী পুরুষের প্রয়োজনগত পার্থক্য অনুসারে বাজেট নির্ধারণ করা। 2005 সালে ভারতে প্রথম জেন্ডার বাজেট গৃহীত হলেও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'মিশন শক্তি' স্কিম এখনও পর্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। লিঙ্গ বৈষম্য প্রশমিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ সুনিশ্চিতকরণ; এবং এই আর্থিক বরাদ্দ তখনই যথাযথ হবে যখন তা মহিলাদের কথা ভেবে নির্ধারিত হবে ও মহিলাদের জন্যই সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। 'মিশন শক্তি' স্কিমের দ্বারা বর্তমানে 'Hub for Empowerment of Women' এর অধীনে জেন্ডার বাজেটিং, এই সংক্রান্ত গবেষণা সকল, প্রকাশনা সকল ও মনিটরিং স্কিম গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরেই নয় বরং কেন্দ্রিয় স্তর থেকে তৃণমূল স্তর অবধি প্রত্যেক ধাপে জেন্ডার বাজেটের সুপ্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এছাড়াও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় সকল অংশীদারীদের জেন্ডার বাজেট মোতাবেক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম করে তোলার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে 'মিশন শক্তি' স্কিমের অধীনে। জেন্ডার বাজেটিং পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রীয় অংশীদারীরা যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবে সেগুলি নিম্নরূপ:

i) প্রশাসনিক ও সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে জেন্ডার বাজেট বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিতকরণ।

ii) মহিলা ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বাজেটিং সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ, কর্পোরেট সেক্টর, বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের অংশীদারীদের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন আবশ্যক।

iii) জেন্ডার বাজেটিং বিষয়টির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আন্ত:রাজ্য সহযোগিতা এবং পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ।

iv) জেন্ডার বাজেটিং বিষয়ে প্রশাসনিক সচেতনতার পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একাডেমিক ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স প্রস্তুত করুন।

v) প্রয়োজন অনুযায়ী নারী অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন স্কিম ইত্যাদিকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য লিঙ্গগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

vi) লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করা হবে।

vii) জেন্ডার বাজেটিং ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য সুবিধাভোগীদের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলি ভূমিকা পালন করতে পারে: সমাজকল্যাণ দপ্তর বা নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর বা জেন্ডার বাজেটিং নোডাল বিভাগ রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা সরাসরি রাজ্য/কেন্দ্র সরকারের সুপারিশ ক্রমে:

i) রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, মহিলা উন্নয়ন কর্পোরেশন/কেন্দ্র।

ii) মহিলাদের জন্য রাজ্য কমিশন।

iii) পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং শহরাঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান।

iv) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

v) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউজিসি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান।

vi) সরকারি সেক্টর কর্তৃক যেকোনো উদ্যোগ।

vii) যেকোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনকরনের তিন বছর পর গৃহীত যেকোনো উদ্যোগ।

জেন্ডার বাজেটিং সংক্রান্ত নতুন কোন প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় গুরত্বের দিক থেকে অগ্রগণ্য কেন্দ্রীয় সরকারের যেকোনো প্রতিষ্ঠান সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরের সুপারিশ ক্রমে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারবে। তবে জেন্ডার বাজেটিং এর ক্ষেত্রে তহবিলের প্রস্তাব উত্থাপক সংস্থার অবশ্যই মহিলা ও শিশু কল্যাণ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মূলত পাঁচটি ধাপে জেন্ডার বাজেটিং সংক্রান্ত নীতমালা বাস্তবায়ন করা হবে। যথা: পঞ্চায়েত স্তর, জেলা স্তর, রাজ্য স্তর, আঞ্চলিক স্তর ও কেন্দ্রীয় স্তর। অর্থ মন্ত্রণালয় জেন্ডার বাজেটের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (SoP) স্থাপন করবে; যেটি ওয়েবসাইটে প্রচারিত হবে।

2022-2023 অর্থ বর্ষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জেন্ডার বাজেট বিবৃতিতে 16088.71 কোটি টাকা বরাদ্দের উল্লেখ পাওয়া যায় রিপোর্ট অনুযায়ী, যা পূর্ব অর্থ বর্ষ থেকে 11.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে 'মিশন শক্তি' র অন্তর্গত 'সম্বল' ও 'সামর্থ্য' স্কিমের অধীনে পৃথক বরাদ্দ লক্ষণীয়। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি, নির্ভয়া তহবিল, জাতীয় মহিলা কমিশন, আইসিডিএস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। 'মিশন শক্তি' স্কিমের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেটিং এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 100% অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এছাড়াও জেন্ডার বাজেট সেল গঠন, জেন্ডার সংবেদনশীল চেক লিস্ট প্রণয়ন (MWCD), কর্মকর্তাদের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সহজতর হচ্ছে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) ও 'Japan Fund for Prosperous Resilient Asia and Pacific' এর প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় জেন্ডার বাজেটিং প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়েছে। 2023-24 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে জেন্ডার বাজেটের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের 5%, 2024-25 সালে যেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 6.8%। বর্তমান অর্থ বর্ষ অর্থাৎ 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট বিবৃতি অনুযায়ী 9.37% বরাদ্দ হয়েছে জেন্ডার বাজেট হিসেবে, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষ 2025-26 এ ছিল 8.86%, কেন্দ্রীয় বাজেটে মহিলাদের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরন্তর ভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে 5.1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা পূর্বের সকল বছরের থেকে বেশি। বাজেট বিবৃতি অনুযায়ী 100% women specific (Part -A) ও 30% - 99% মহিলা বিষয়ক (Part-B) এই দুটি ভাগে মহিলা কেন্দ্রিক বরাদ্দকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম অংশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্কিম হল- মিশন শক্তি, PMAY- গ্রামীণ, DAY-NRLM, PMAY- Urban, LPG সংযোগ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্কিম হল- PMGKAY), Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), Jal Jeevan Mission (JJM) ইত্যাদি। এছাড়াও জেন্ডার বাজেটকে আরো বেশি কার্যকরী করে তোলার জন্য 2025 সালের জুন মাসে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক সূচনা করেছে জেন্ডার বাজেটিং নলেজ হাব পোর্টালের। যেখানে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বক্ষমতায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা, সকল নীতিমালা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যা মহিলাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে অর্থনৈতিক বাধা গুলিকে চিহ্নিত করে তার সম্ভাব্য মোকাবিলার পরামর্শ প্রদানে এবং জেন্ডার বাজেটকে আরো বেশি সহানুভূতিশীল করে তুলতে সাহায্য করবে আশা করা যায়।

2023 সালে 106 তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভা তে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ চালু করার নীতি গৃহীত হয়েছে, আশা করা যায় এর ফলে মহিলা প্রতিনিধিদের

মাধ্যমে নারী কেন্দ্রিক সমস্যা গুলি সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিহ্নিত হবে ও পার্লামেন্টে জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া আরো বেশি কার্যকরী হয়ে উঠবে। তবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নই শেষ কথা নয় বরং তৃণমূল স্তর থেকে লিঙ্গ ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আবার বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। জেন্ডার বাজেটকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তৃণমূল স্তর থেকে কার্যকরী হয়েছে লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট (Gender Responsive Budget), যার মাধ্যমে নারী পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিধা বণ্টনে সমতা পরিলক্ষিত। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে কার্যকর 'Women Component Plan' এর মাধ্যমে প্রতিটি পঞ্চায়েতে মোট বাজেটের 30% মহিলাদের জন্য বরাদ্দের নীতিটি বর্তমানে আরো ব্যাপকভাবে জেন্ডার বাজেটকে প্রভাবিত করছে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির দ্বারা তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও মানব উন্নয়নের ধারায় জেন্ডার বাজেট নীতি যেন নতুন গতি সঞ্চার করেছে। যার ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, 2022 সালের গৃহীত 'Gender Gap' রিপোর্টে ভারতের স্থান ছিল 146 টি রাষ্ট্রের মধ্যে 135 নম্বরে। তবে 2025 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী লিঙ্গ সমতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ভারতের স্থান বর্তমানে 148টি রাষ্ট্রের মধ্যে 131 তম। অন্যদিকে 2025 সালের SDG Report অনুযায়ী 167 টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের অবস্থান 99 তম, এবং SDG লক্ষ্যমাত্রা 5 (লিঙ্গ সমতা অর্জন ও নারী ক্ষমতায়ন) এর সামগ্রিক সূচক কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও ধারাবাহিক প্রগতি ক্রমশ বর্ধমান। আশা রাখি যে, আগামী দিনে জেন্ডার বাজেটিং এর প্রতিটি প্রচেষ্টা লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে আরো অনেক বেশি সহায়ক হয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত ভারসাম্য সুনিশ্চিত করবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Gender Budgeting in India: A tool of women's empowerment, Loksabha secretariat, research and information division. March, 2016.
2. Mission Shakti guideline by ministry of women and child development. 14th July, 2022.
3. Mission Shakti: Budgeting to positively impact women and bridge gender gaps. By TDG network. 4th Oct, 2023.
4. World economic forum report 2025.
5. Chakraborty Lekha, Nari Shakti: Gender Budgeting for women-led development, National institute of public finance and policy. March, 2023.
6. Kumar Aditya & Singh Dr Umesh, Gender Budgeting in India: A study of Union Budget, Shodh Drishti, vol: 11, no. 11, Nov 2020
7. Sindhu M (2020): "An Analysis of Gender Budgeting in India", http://ijcrt.org/papers/ IJCRT2002126.pdf.
8. Union Budget (various years) Government of India, https://www.indiabudget.gov.in/
9. J. Vanishree, (2008), Gender Responsive Budgeting and Decentralized Local Goverance: Unleashing the Potential for Gender Equity and Human Development, (discussion paper 18), The First International Conference on GRB and Social Justice, Nordic-Baltic Network on Gender Responsive Budgeting.
10. Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Iablonovski, G. (2025). Sustainable Development Report 2025: Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. SDSN; Dublin University Press. https://doi.org/10.25546/111909